বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর পরিচালনায় খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ এর

৯ বছর

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনায় ঃ খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ

অঙ্গসজ্জায় ও পরিকল্পনায় ঃ নিত্য এ্যাডভারটাইজিং

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী

'খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ' বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি এ প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের সদস্যদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে তোলার নীতিতে বিশ্বাসী। খুলনা শিপইয়ার্ড প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় আমাদের সরকার ১৯৯৯ সালের ০৩ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটি নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করে। আমাদের গৃহীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে বাস্তব সুফল দিতে শুরু করে। হস্তান্তরের মাত্র এক বছরের মধ্যে রুগ্ন ও লোকসানী এ প্রতিষ্ঠান আজ বিপুল সম্ভাবনাময় ও মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি এ বছর এ প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা থেকে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী যথাসময়ে বেতন ভাতা পেয়েছেন। শৃঙ্খলা, কর্মোদ্যোগ ও উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ অচিরেই জাহাজ নির্মাণ ও কারিগরি দক্ষতায় দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এ বিশ্বাস আমার আছে। এ লক্ষ্য অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য শিপইয়ার্ডের সকল স্তরের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের প্রতি আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি ঐতিহ্যমণ্ডিত খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ-এর উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গতিময় দিনগুলো

নদী মাতৃক এদেশে জলযান নির্মাণ শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করে তদানিন্তন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা খুলনা অঞ্চলে একটি জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১৯৫৪ সালে জরীপ চালিয়েছিল। ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে এ জরীপ হয়েছিল এবং ঐ বৎসরের শেষের দিকে খুলনা শহরের অদূরে কাজী বাছা নদীর তীরে ১৮০০ ফুট নদীমুখী সীমানা নিয়ে ৬৮.৯৭ একর ভূমির উপর স্থাপিত হয়েছিল আজকের এই খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড।

ভূমি জরীপসহ শিপইয়ার্ড স্থাপনের দায়িত্বে বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োজিত ছিল হামবুর্গ এর মেসার্স কুলকেন শ্যোন নামের একটি জার্মান প্রতিষ্ঠান। শিপইয়ার্ড স্থাপন করতে তিন বৎসর সময় লেগে যায় এবং ১৯৫৭ সালের ২৭ নভেম্বর স্লিপওয়ের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। মেসার্স কুলকেন শ্যোন এর চুক্তির মেয়াদ ১৯৫৭ সালেই শেষ হয়ে গেলে ব্রিটিশ কনসালট্যান্সী ফার্ম মেসার্স বার্ণনেস, কর্লেট এন্ড পার্টনার্স খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। তাদের মেয়াদ ১৯৬৪ সালে শেষ হয়ে গেলে জেনেভার কনসালট্যান্ট ফার্ম মেসার্স মাইয়ারফর্ম এস, এ দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির চুক্তি মেয়াদ ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে শেষ হয়ে গেলে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডকে পরিচালনার জন্য আর কোন বিদেশী ফার্মের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে দেশীয় কলা-কুশলী দ্বারা শিপইয়ার্ড লিমিটেড পরিচালিত হয়ে আসছে।

স্বাধীনতা পূর্ব থেকে জলযান নির্মাণের পাশাপাশি ভারী প্রকৌশল সরঞ্জামাদি প্রস্তুত ও মেরামতের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। স্বাধীনতার পর দেশের বিধ্বস্ত অব-কাঠামো গড়ে তুলতে খুলনা শিপইয়ার্ড সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সোনার বাংলার সবুজ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে শিপইয়ার্ডে তৈরি করা হয় কৃষি সেচ পাম্প, সার ও বীজ পরিবহন কার্গো, তৈলবাহী ট্যাংকার, বে-ক্রসিং বার্জ ও অন্যান্য জলযান।

উত্তরণের সিঁড়ি ভেঙে শিপইয়ার্ড এগিয়ে যায় মুনাফা সীমানায়। তবে পরবর্তীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীর নাব্যতা হ্রাস এবং সড়ক পথের প্রভূত উন্নয়নের ফলে দুর্ভোগ নেমে আসে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উপর। আশি দশকের মাঝামাঝিতে (০৩ সেপ্টেম্বর ৮৫) এক দুর্ঘটনায় স্লিপওয়ে ক্যারেজ ভেঙে গেলে লোকসানের দায়ে জড়িয়ে পড়ে খুলনা শিপইয়ার্ড। পর্যাপ্ত কাজের অভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। একদিকে যেমন ব্যাংক ঋণের সুদের বোঝা বাড়তে থাকে অন্যদিকে বিলম্বে জাহাজ সরবরাহের কারণে খেসারত হিসাবে (লিকুইডিটি ড্যামেজ) হারাতে হয় কয়েক কোটি টাকা। ফলে লোকসানের দায় ভারে অচল হয়ে পড়ে সকল কার্যক্রম।

মাসের পর মাস বেতন না পেয়ে শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকে। জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে ঐতিহ্যবাহী খুলনা শিপইয়ার্ডের চরম দুর্ভোগের কাহিনী। অর্থ ব্যবস্থা যেখানে বিধ্বস্ত, প্রশাসন সেখানে নাজুক। এমকি এক চরম দুর্যোগে প্রতিষ্ঠানটি যখন হতাশায় এবং নিজ অস্থিত্বের বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছিল ঠিক তখনই আল্লাহর অসীম রহমতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডকে শিল্প যন্ত্রণালয় থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়াধীন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর নিকট হস্তান্তরের সঠিক সিদ্ধান্ত আমাদের দক্ষ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডকে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরের পূর্বে ৯ মে ৯৯ বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এর সকল দায়িত্ব বুঝে নেয়। বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর আগমনে শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মাঝে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয়; হারানো উদ্যম ফিরে আসে। কাঁচামালের অভাবে যে সকল কাজ আটকে ছিল তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে যন্ত্রের শব্দে, আলোকিত হয়ে ওঠে ওয়েল্ডিং এর ঝলকে। শুধু খুলনা শিপইয়ার্ডের অভ্যন্তরে নয়, পাশে-পাশের এলাকা, দোকান-পাট যেন জেগে ওঠে যাদুর পরশে।

ঘুম ভাঙা আনন্দের মাঝে আর এক আনন্দের আঘ্রাণ এসে উদ্দিপ্ত করে তোলে সকলের মন প্রাণকে। খুলনা শিপইয়ার্ডকে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করবেন সেই আনন্দ উদ্দিপনায় কাজের গতি বেড়ে যায়। সকলে প্রহর গুনতে থাকে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর আগমনের শুভ দিনটির জন্যে। অবশেষে অপেক্ষার প্রহর পেরিয়ে ০৩ অক্টোবর ১৯৯৯ রোববার সোনালী প্রভাত এলো নতুন আশার দিগন্ত রাঙিয়ে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হস্তান্তরের ফলক উন্মোচন করে শোনালেন অভয় বাণী। উদ্দিপনায় খুলে গেল অন্তরের চেতনার গোপন দুয়ার। এদেশ আমাদের, এ মাটি আমাদের, এ প্রতিষ্ঠান আমাদের। এ প্রতিষ্ঠান আমাদের একান্ত ভালবাসার। আর বসে থাকা নয়, প্রহরের পর প্রহর মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে মুনাফা অর্জনের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সে দিনের সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে। পালিত হয়েছে মাননীয় নৌ বাহিনী প্রধানের উপদেশ ও আদেশ। অতীতের সকল ব্যর্থতার জঞ্জাল দূর করে আমরা নাবিক-শ্রমিক সকলে হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলেছি উত্তরণের সিঁড়ি ভেঙে। সকল হিসেব-নিকেশের খতিয়ানে আমরা এখন মুনাফা অর্জনের দ্বারে এসে পৌছেছি। এ সফলতার পেছনে রয়েছে সুদক্ষ প্রশাসনের নিয়ম শৃংখলা দিয়ে পরিচালিত দক্ষ জনশক্তির আন্তরিক শ্রম-সাধনা। হস্তান্তরের সোনালী দিনটি আমাদের উত্তরণের চালিকা শক্তি হয়ে রইবে যুগ যুগান্তর ধরে।

শিল্পমন্ত্রীর বাণী

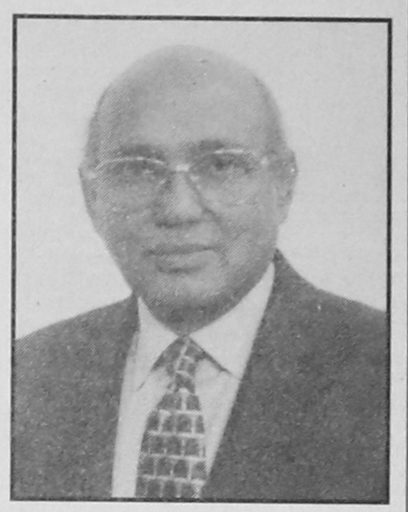

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুলনা শিপইয়ার্ডকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তরের এক বছর পূর্ণ হলো। দেশের রুগ্ন শিল্পকে বাঁচানোর লক্ষ্যে সেদিনের এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ জাতির ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে। কারণ, প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যেই লাভের মুখ দেখার পর্যায়ে পৌঁছেছে। খুলনা শিপইয়ার্ডের সাফল্য দেশের অন্যান্য রুগ্ন শিল্পের জন্য প্রেরণার উৎস। নূতনভাবে উজ্জীবিত শিপইয়ার্ডটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হাজার হাজার লোকের জীবিকার অবলম্বন। এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিতে সমগ্র দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। তাই এ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের আয়োজন করায় আমি আন্তরিকভাবে আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত।

কল-কারখানার একঘেয়েমি জীবনে মাঝে-মধ্যে এ ধরণের আনন্দ-উৎসবের প্রয়াস জীবনে বৈচিত্র বয়ে আনে এবং উৎপাদনে উৎসাহ যোগায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিষ্ঠানটিকে হস্তান্তরের প্রাক্কালে এর সকল দৈন্যতা কাটিয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার যে গুরুদায়িত্ব বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উপর অর্পণ করেছিলেন তা যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠানটিকে মুনাফা অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জেনে আমি গর্বিত। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রচেষ্টা ও প্রশাসনিক কৌশল এ দেশের প্রতিটি শিল্প কারখানায় অনুসরণীয় হোক।

পুণরুজ্জীবিত খুলনা শিপইয়ার্ডের মত প্রতিটি শিল্প কারখানা লোকসানের অভিশাপ মুক্ত হোক, আজকের স্মরণীয় দিনে এই আমার আন্তরিক কামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

তোফায়েল আহমেদ, এম.পি.
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান এর বাণী

সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে খুলনা শিপইয়ার্ড নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ৩ অক্টোবর ২০০০, হস্তান্তরের এক বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে। হস্তান্তরের বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দিনটিকে স্মরণে রাখার উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের মহতী উদ্দ্যোগ নিয়েছে। ক্রোড়পত্র প্রকাশের এ উদ্দ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। বিগত এক বছরে ব্যবস্থাপনার উন্নতির মাধ্যমে খুলনা শিপইয়ার্ড নির্ধারিত সময়ে বা তারও পূর্বে গৃহীত অর্ডার সরবরাহের মাধ্যমে দক্ষতার ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটি লোকসান কমিয়ে এনে ক্রমান্বয়ে মুনাফা অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রসংগে আমি আশা করব বিএমটিএফ এবং ডিজেল প্ল্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ রাইফেলস্ দেশবাসীকে একই দৃষ্টান্ত উপহার দেবেন।

আমি খুলনা শিপইয়ার্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শ্রমিকদের সমৃদ্ধি কামনা করছি। আশা করছি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি আরো উন্নতি লাভ করবে এবং দেশের কল্যাণে অবদান রাখবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন।

কাজী জাফর উল্যা
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী)
প্রাইভেটাইজেশন কমিশন

নৌবাহিনী প্রধানের বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডকে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর নিকট হস্তান্তরের যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমাদের সমুদ্র সীমায় নিজেদের উপস্থিতি বজায় রাখতে হলে চাই সী-পাওয়ার। আর এই ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের দক্ষতা। মৃতপ্রায় খুলনা শিপইয়ার্ডকে একেবারে বন্ধ না করে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর মাধ্যমে পুনরায় চালু করার প্রয়াশ তাই জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। হস্তান্তরের এক বছর পূর্তি দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্যে খুলনা শিপইয়ার্ড সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আধুনিক বিশ্বে নৌ বাহিনীর গৌরবময় দায়িত্ব ও কর্তব্য সমুদ্রের মত বিশালতা নিয়ে স্থান দখল করে আছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের জন্যও কথাটি সত্য। সেই দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডকে একটি দক্ষ ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী যে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছে দিনে দিনে তার উত্তরণ ঘটুক। খুলনা শিপইয়ার্ড থেকেই বাংলাদেশের শিল্প বিপ্লবের হোক শুভ সূচনা, আজকের দিনে এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডে কর্মরত সকল সামরিক ও বে-সামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকদেরকে জানাই অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। তাঁদের স্পর্শে গতিময় হয়ে উঠুক বর্তমান সরকারের এই মহৎ উদ্যোগ। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

এ তাহের
রিয়ার এডমিরাল
নৌবাহিনী প্রধান ও
চেয়ারম্যান বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্
খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর বাণী

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের ইতিহাস পরিক্রমায় ০৩ অক্টোবর ১৯৯৯ সোনালী আলোয় বিচ্ছুরিত একটি স্মরণীয় দিন। এ দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুলনা শিপইয়ার্ডকে নৌ বাহিনীর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে সমগ্র জাতির সম্মুখে একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে খুলনা শিপইয়ার্ডের পক্ষ থেকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে পারায় মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হস্তান্তরের প্রাক্কালে লোকসানের দায়ভারে মৃতপ্রায় খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডকে রক্ষা করার যে চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর উপর অর্পন করেছিলেন সে চ্যালেঞ্জ সাদরে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটি সফল একটি বছর অতিক্রম করতে পারায় আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এ ধরনের চ্যালেঞ্জে সাফল্য অর্জন করা এককভাবে কখনও সম্ভব নয়। এই সফলতার সিড়ি বেয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছা, প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান তথা নৌ বাহিনী প্রধানের সার্বক্ষণিক প্রেরণা ও সুযোগ্য নির্দেশনা এবং নৌ সদরসহ সকলের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। আমরা হাতে হাত রেখে দীপ্ত গতিতে এ প্রতিষ্ঠানকে আরও সজীব করে তুলব এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

বিগত একটি বছর সাফল্যের সোনালী ফসলে যাদের রক্তের ঘাম মিশে আছে, সে সকল নিরলস পরিশ্রমী সামরিক, বে-সামরিক শ্রম সৈনিকদেরকে জানাই আমার আন্তরিক ভালবাসা ও অভিনন্দন। ক্ষুদ্র এই ক্রোড়পত্র প্রকাশের মাধ্যমে নব যুগের প্রত্যাশায় আমরা শ্রমের ঘামে লিখে যেতে চাই জাতির সোনালী ইতিহাস। মহান আল্লাহর অসীম দয়া ও অনুগ্রহ হোক আমাদের চালিকা শক্তির উৎস।

এস এম এম জামান
ক্যাপ্টেন বি এন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক